

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
<http://lddp.portal.gov.bd>



জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর উৎপাদনকারী/ উদ্যোক্তাদের সাথে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের শর্তাবলী
Terms of Reference (ToR)

১. উদ্দেশ্য :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)” বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর উদ্যোক্তা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে গবাদিপশু/পোল্ট্রি খামারের গোবর/বিষ্ঠা ব্যবহার করে জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর উৎপাদনকারী/উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় অনুদান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলায় মোট দশ জন উদ্যোক্তাকে এ সহায়তা প্রদান করা হবে।

২. আবেদনকারীর যোগ্যতা :

১. আবেদনকারীকে বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;
২. আবেদনকারীর ব্যবসা জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) সংক্রান্ত হতে হবে এবং এ কার্যক্রম অবশ্যই প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত হতে হবে;
৩. জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদন ও বিপণনে কমপক্ষে এক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
৪. প্রথম ধাপে নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় ধাপে আবেদনকারীর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে (যদি থাকে);
৫. আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত মোট বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ষাট ভাগ অর্থ আবেদনকারীকে বহন করতে হবে;
৬. আবেদনকারীকে বেসরকারি উদ্যোক্তা হতে হবে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;
৭. ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তির জন্য মহিলা উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৩. ম্যাচিং গ্রান্টের ব্যবহার :

৩.১ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্ণিত কাজে ব্যবহার করা যাবে :

ক. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ বিদ্যমান জলবায়ু সহিষ্ণু ম্যানুউর (Climate resilient manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে।

খ. ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নের সরঞ্জামাদি কেনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- যন্ত্রপাতি, পণ্য পরীক্ষার ল্যাব সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে;
- ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ উৎপাদন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সফটওয়্যার সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে;

গ. বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্টের প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.২ ম্যাচিং গ্রান্টের অর্থ নিম্নেবর্ণিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না :

- ক. জমি কেনা বা ভাড়া করা;
- খ. যানবাহন কেনা;
- গ. অফিসের সরঞ্জাম কেনা;
- ঘ. বিল্ডিং এবং সিভিল ওয়ার্কস;
- ঙ. অপারেটিং খরচ;
- চ. স্বাণ পরিশোধ;
- ছ. স্বর্ণের সুদ প্রদান;
- জ. ওয়াকিং ক্যাপিটাল এবং
- ঝ. বেআইনী ব্যবসায়িক কার্যক্রম।

৪. ম্যাচিং গ্রান্টের আকার/ পরিমাণ :

ম্যাচিং গ্রান্ট/ অনুদানের পরিমাণ ১৫৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না। আবেদনকারীর ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৫. ইওআই (EOI)/আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া :

ক. দরখাস্তকারীকে ইওআই-তে বর্ণিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং তার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট(পিএমইউ)

এ জমা দিতে হবে;

খ. অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র বিবেচনা করা হবে না;

গ. ইওআই (EOI) ফর্মটি অনুসরণ করে দরখাস্ত জমা দিতে হবে;

ঘ. আবেদনকারী কেবল একটি প্যাকেজের জন্য আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন; এবং

ঙ. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর জমা দেওয়া কোন ইওআই বা সহায়ক উপকরণ ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

৬. ইওআই (EOI) যাচাইকরণ এবং ম্যাচিং গ্রান্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়া :

ক. পিএমইউ আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারকরণ;

খ. প্রাপ্ত আবেদনগুলোর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এ পাঠানো হবে;

গ. পিআইইউ (PIU) যা করবে:

- আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যাদি যাচাই করা;
- প্রয়োজনে আবেদনকারীর কাছ থেকে যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চাওয়া;
- পিএমইউ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমেট বা চেকলিস্ট পূরণ করা; এবং
- যথাযথভাবে কাগজ-পত্র দেখা এবং রেকর্ড করা।

ঘ. পিআইইউ (PIU) সকল আবেদন যাচাই বাছাই করে পিএমইউতে রিপোর্টসহ প্রেরণ করবে;

ঙ. তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট (FMgtU) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার জন্য স্বাধীন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;

চ. গ্রান্ট রিভিউ কমিটি (GRC)'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সফল আবেদনকারীদের জানানো হবে;

ছ. শুধুমাত্র নির্বাচিত (সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত) আবেদনকারীকে ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan) প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানানো হবে;

৭. ম্যাচিং গ্রান্ট চুক্তি এবং বিতরণ :

- প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বাংলাদেশের আইন অনুসরণপূর্বক সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করবে;
- প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সফল আবেদনকারীদের সাথে চুক্তির আলোচনা সম্পন্ন করবে এবং ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা চূড়ান্ত করবে;
- আবেদনপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, কাজের পরিকল্পনা, ক্রিয়াকলাপ, মাইলস্টোন, তহবিলের ব্যবস্থা এবং প্রতিবেদনের সময়সূচী নির্ধারণ চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- পিএমইউ এর একজন টেকনিক্যাল অফিসার নির্বাচিত ম্যানিউর (manure) ও উৎপাদের নিকট চুক্তির প্রতিটি ধারা ব্যাখ্যা করবেন;
- নির্বাচিত ম্যানিউর (manure) ও জৈব-গ্যাস (Bio-gas) উৎপাদনকারীগণ প্রকল্পের সাথে চূড়ান্ত অনুদান চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে।

৮. বিরোধ নিষ্পত্তি :

একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার (Grivence Redress Mechanism -GRM) মাধ্যমে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এলডিডিপিতে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বা Grivence Redress Mechanism –GRM কার্যকর আছে। এ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ GRM মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর ওয়েবসাইটে (<http://lddp.portal.gov.bd/>) প্রবেশ করে বা ইমেইল বা লিখিত পত্রের মাধ্যমে বিরোধ/অভিযোগ নিষ্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবেদন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকলে নিম্ন ঠিকানায়ও যোগাযোগ করা যাবে-

কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগ ঠিকানা
মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা। ই-মেইল: dg@dls.gov.bd টেলিফোন: +৮৮০২৯১০১৯৩২ ডাক ঠিকানা: প্রাণিসম্পদ ভবন-১, (২য় তলা), কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।